উড়ালগদ্য- ১০

কাজী জহিরুল ইসলাম

পূর্ব ইউরোপের শিল্প-সাহিত্য

ছোটবেলা থেকেই পূর্ব ইউরোপের সাহিত্য সম্পর্কে একটা উচ্চধারণা পোষণ করতাম। আমার শৈশব কেটেছে রুশ উপকথার ইভান আর আনুশকার গল্প পড়ে। সেই ছেলেবেলা থেকেই স্বপ্নে বহুবার ওক গাছের মগডালে উঠে আকাশ ছুঁতে চেয়েছি। পরবর্তিকালে যখন ম্যাক্সিম গোর্কি, আলেক্সান্ডার পুশকিন, লেভ তলস্তয় প্রভৃতি লেখকের রচনার সাথে কিছুটা পরিচয় ঘটে তখন এই ধারণ আরো বদ্ধমূল হয়। তবে পূর্ব ইউরোপের সাহিত্য বলতে আমার কাছে পরিচিত ছিল কেবল রুশ সাহিত্যই। পোলিশ, চেক, সার্বিয়ান এবং আলবেনিয়ান সাহিত্যও যে অনেক সমৃদ্ধ এ সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না। দুই হাজার সালের গোড়ার দিকে যখন জাতিসংঘের পতাকা হাতে কসোভোতে কাজ করতে আসি, তখন পরিচয় ঘটে এই অঞ্চলের এক মহিরূহ সাহিত্যিক ইসমাঈল কাদারের সাহিত্যকর্মের সাথে। ত্রিশ ডয়েশমার্ক দিয়ে কসোভোর সবচেয়ে বড় বইয়ের দোকান দুগাজিনি থেকে কাদারের বিখ্যাত বই 'দি কনসার্ট' কিনে ফেলি। অতি সম্প্রতি তিনি বুকার পুরস্কার পেয়ে সারা বিশ্বে বেশ পরিচিতি পেয়েছেন। এবং আমি ধারণা করছি ২০০৬ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারটি পাবেন ইসমাঈল কাদারে। আমি যখন দুই হাজার সালের শেষের দিকে ছুটি নিয়ে ঢাকায় যাই, তখন কবি আল মুজাহিদী আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ভাল কোন বই-টই এনেছো? আমি বললাম, ইসমাঈল কাদারের 'দি কনসার্ট' এনেছি। তিনি ঠোঁট উল্টে বললেন, এটা আবার কে? মুজাহিদী ভাই বিশাল পন্ডিত মানুষ, প্রচুর পড়াশোনা করেন। উর্দূ সাহিত্যে তার অগাধ জ্ঞান। তিনি উর্দূ ভাষা এতো ভালো জানেন, যে এই ভাষায় সাহিত্য রচনাও করতে পারেন। এ ছাড়া দুনিয়ার নানান দেশের নানা ভাষার সাহিত্যের ওপরও তার প্রচুর পড়াশোনা। সেই তিনিই যখন জানেন না ইসমাঈল কাদারে কে, তাহলে এটা ধরেই নেওয়া যায় যে আলবেনিয়ান সাহিত্য আমাদের এই অঞ্চলে ঢোকে নি। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যাবস্থা সারা দুনিয়ায় ফেল মারলেও এই ব্যাবস্থা শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতে কার্পণ্য করে নি একটুও। তারই একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরবো এই রচনায়।

কসোভো অতি দ্রুত ধনতান্ত্রিক বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেও এখানকার মানুষ দীর্ঘদিন সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যাবস্থায় থেকে যে আচার-আচরণ রপ্ত করেছে, মানুষের রক্তের মধ্যে বংশপরম্পরায় যে সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, তা-তো আর একদিনেই ধনতন্ত্রের পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা যাবে না। একটু একটু করে মানুষের আচার আচরণ-ও বদলে যাচ্ছে একথা ঠিক। তবে কিছু জিনিস আছে যা ওরা বদলাতে চাচ্ছে না মোটেও। ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিল্পকলা এবং সাহিত্যের প্রতি রয়েছে এখানকার মানুষের অগাধ শ্রদ্ধাবোধ, হোক সেটা সমাজতান্ত্রিক কিংবা সার্বিয়ান সংস্কৃতি।

একটি কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ পেয়ে আমার একটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে গিয়ে হাজির হলাম প্রিষ্টিনা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী মিলনায়তনে। এ আর নতুন কি? ঢাকায়তো হরহামেশাই এমন সাহিত্যসভা, কবিতা সন্ধ্যা হচ্ছে। এ রকম কত-শত সভায় কবিতা পড়েছি। পুরস্কার-তিরস্কারও পেয়েছি অনেক। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পেলাম ঢাকার কবিতা সন্ধ্যার সাথে পূর্ব ইউরোপের একটি কবিতা সন্ধ্যার গুনগত পার্থক্য অনেক। দু'শ সীটের ছোট্ট একটা হল। কানায় কানায় পূর্ণ। ছড়া-কবিতায় হাস্যরস আছে বটে কিন্তু তা যেন সাহিত্যের গাম্ভীর্যকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে না একটুও। পিনড্রপ নীরবতা। যখনই কোন কবি কবিতা পড়তে শুরু করছে সবাই চুপ করে গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে উৎকর্ণ হয়ে কবিতা শুনছে। শ্রোতাদের নিমগ্নতা দেখে মনে হচ্ছে সবাই যেন প্রতিটা শব্দের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করছে। একসময় কবিতা পাঠ শেষ হলো। শ্রোতারা অডিটরিয়ামের প্রধান দরোজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। আর আমরা যারা কবিতা পড়েছি তাদেরকে ডাকা হলো মঞ্চের পেছনের ছোট্ট একটা কালো কাঠের দরোজার দিকে। দরোজা পেরিয়ে একটা অন্ধকার সুরঙের মতো সরু পথ। সে পথ ধরে নানান বাঁক পেরিয়ে একটা ছোট্ট অফিস কক্ষে এসে পৌঁছলাম। ওখানে এক উর্বশী বালিকা টেবিল চেয়ার পেতে বসে আছে। কবিরা সব সুশৃংখলভাবে লাইনে দাঁড়ানো। কি হবে এইখানে? কসোভো লেখক ফোরামের সভাপতি আদেম গাশী আমাকে বললেন, তোমাকে লাইনে দাঁড়াতে হবে না। এসো আমার সাথে। বলেই হাত ধরে আমাকে টানতে শুরু করলেন। মেয়েটি আমাকে একটা মিষ্টি হাসি উপহার দিয়ে বললো, সই কর। বলেই একটি রেজিষ্ট্রার বাড়িয়ে দিলো। আমি কিছু না বুঝেই সই করলাম। এরপর আমার দিকে একটি খাম বাড়িয়ে দিয়ে আবারো হাসলো উর্বশী। আদেম আমাকে পথ দেখিয়ে বাইরে নিয়ে এলো। এরপর হ্যান্ডশেখ করে ও বিদায় নিলে আমি খামটা খুললাম। দেখি, দশ ইউরোর তিনটি নোট। অর্থাৎ একটি কবিতা পড়ার সম্মানী ত্রিশ ইউরো। টাকাটা পেয়ে আমি যতোটা খুশি হয়েছি অবাক হয়েছি তার চেয়েও বেশী। কসোভোর স্থানীয় বেতন কাঠামোটাতো আমি জানি। একজন চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী বেতন পায় মাসে ৭৫ ইউরো। সচিবের বেতন ৩৫০ ইউরো, মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টাদের বেতন ৪০০ ইউরো আর মন্ত্রীর বেতন ৬৫০ ইউরো। সেখানে একটি কবিতা পড়ার সম্মানী ৩০ ইউরো! শিল্প-সাহিত্যের প্রতি এ জাতির পৃষ্ঠপোষকতার আরো কিছু নজির আমি দেখেছি। এই মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে আমাকে প্রায়শই এর ২২টি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট আর শত শত আঞ্চলিট ইনস্টিটিউট ভিজিট করতে হয়। প্রতিটি ইনস্টিটিউট দারুণ সব পেইন্টিংস, স্কাল্পচার দিয়ে সাজানো। মাদার তেরিজা স্ট্রিটে অবস্থিত কসোভোর প্রধান থিয়েটার হল, যেখানে সারা বছর ধরে চলে মঞ্চ নাটক। মঞ্চ নাটকের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গ্রেডের শিল্পী, কলা-কুশলীরা সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে গড়ে দেড়শ ইউরো করে মাসিক সম্মানী পান। প্রতিদিন বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটির মোড়ে মোড়ে, চত্বরে চত্বরে একটি করে ভাস্কর্য দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। রোজ কোথাও না কোথাও পেইন্টিং এক্সিবিশন হচ্ছে। আর সেইসব এক্সিবিশনের পেইন্টিংগুলো সুড়ুৎ করে বিক্রিও হয়ে যাচ্ছে। পুরো কসোভো ঘুরে এমন একটি রেস্টুরেন্টও পাওয়া যাবে না, যার দেয়ালে অন্তত গোটা চারেক পেইন্টিংস নেই। চার'শ বছরের পুরোনো হেরিটেজ, তুর্কি আমলে নির্মিত ইট-মাটির ভবনসমুহ, যেগুলিকে 'কুলা' বলা হয়, তার সংরক্ষণের জন্য লক্ষ লক্ষ ইউরো ব্যায় হচ্ছে। এইরকম একটি বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক অবকাঠামোতে দাঁড়িয়ে শিল্প-সাহিত্যের জন্য এ পরিমাণ অর্থ ব্যয়কে অর্থনীতিবিদরা হয়ত অপচয় বলতে পারেন কিন্তু আমার কাছে এর মূল্য অপরিসীম। যে জাতি তার হেরিটেজ সংরক্ষণের জন্য, শিল্প-সাহিত্যের বিকাশের জন্য অর্থ ব্যয় করে না সে জাতি সভ্যতার আলো থেকে বঞ্চিত, সে জাতির গন্তব্য একটি অনন্ত অন্ধকারে নিপতিত।